৩. পল্লব রাজবংশের রাজনৈতিক ইতিহাস সংক্ষেপে লেখো।

সূচনা: পল্লবদের আদিনিবাস ও পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। কেউ বলেন, তারা বহিরাগত পহ্লব জাতিভুক্ত, যারা একসময় পার্থিয়ায় বসবাস করত; এবং 'পল্লব' শব্দটি 'পহ্লব' (বা 'পার্থিয়া') শব্দের রূপভেদ। অন্যেরা বলেন, পল্লবরা সুদূর দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় উপজাতি। এঁরা টোণ্ডাইনাদ, অর্থাৎ পাতার দেশে বসবাস করত। তামিল শব্দ 'টোণ্ডাই' ও সংস্কৃত 'পল্লব' শব্দের অর্থ একই অর্থাৎ উভয়ের অর্থ পাতা বা লতা। তামিল ভাষায় 'পল্লব' কথাটির অর্থ 'ডাকাত'। ঐতিহাসিক **রামশরণ শর্মা** মনে করেন যে, পল্লবরা ধীরে ধীরে সভ্য হয়ে ওঠে এবং রাজ্য গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। **ভ. কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারের** মতে, পল্লবরা বিদেশি নয়। তারা সাতবাহনদের সামন্ত ছিল এবং সাতবাহনদের দুর্বলতার সুযোগে দক্ষিণ ভারতে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

আদি ইতিহাস: পল্লব বংশ খুবই প্রাচীন। ২৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে পল্লব রাজাদের লিপি পাওয়া যায়। তবে ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে পল্লবদের প্রকৃত গৌরবের যুগের সূচনা হয়। আদি পল্লব রাজাদের মধ্যে শিবস্কন্দবর্মন ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজ্য কৃষ্ণা নদী থেকে বেলারি জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর রাজধানী ছিল কাঞ্চিপুরম্। এরপর বিষ্ণুগোপ নামে এক পল্লবরাজার কথা জানা যায়। সমুদ্রগুপ্ত বিষ্ণুগোপকে পরাজিত করেন। বিষ্ণুগোপের রাজত্বকাল ছিল সম্ভবত ৩৫০-৩৭৫ খ্রিস্টাব্দ। ৩৫০-৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৫ জন পল্লব রাজার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁদের কৃতিত্ব বিশেষ কিছু জানা যায়নি।

১ **সিংহবিষ্ণু (৫৭৫-৬০০ খ্রিস্টাব্দ):** ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহবিষ্ণু কাঞ্চির সিংহাসনে বসেন। ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকেই পল্লবদের ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস জানা যায়। সিংহবিষ্ণু কাঞ্চির সিংহাসনে বসে চোলমণ্ডলম্ অধিকার করেন। কৃষ্ণা থেকে কাবেরী পর্যন্ত অঞ্চল তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়। সিংহলের রাজাও সিংহবিষ্ণুর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।

২ **প্রথম মহেন্দ্রবর্মন (৬০০-৬৩০ খ্রিস্টাব্দ):** পরবর্তী রাজা ছিলেন সিংহবিষ্ণুর পুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্মন। তিনি পল্লব সাম্রাজ্যকে নেল্লোর ও গুন্টুর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। মহেন্দ্রবর্মনের আমল থেকে বাতাপির চালুক্যশক্তির সঙ্গে পল্লবশক্তির দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের সময়ে বাতাপির চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর উত্থান ঘটেছিল। প্রথম মহেন্দ্রবর্মন যুদ্ধে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে পরাজিত হন। দ্বিতীয় পুলকেশী কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী বেঙ্গি অধিকার করে নেন।

৩ **প্রথম নরসিংহবর্মন (৬৩০-৬৬৮ খ্রিস্টাব্দ):** প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মন পল্লব বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি 'মহামল্ল' উপাধি ধারণ করেন। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। তিনি মণিমঙ্গালমের যুদ্ধে দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাস্ত করেন। চালুক্য রাজধানী বাতাপি ধ্বংস করে তিনি 'বাতাপি-বিজেতা' বা 'বাতাপিকোণ্ড' উপাধি নেন। বাতাপির যুদ্ধে দ্বিতীয় পুলকেশী নিহন হন। নরসিংহবর্মন চোল, কেরল, পাণ্ড্য ও কলভ্র শক্তিকে পরাস্ত করেন। সিংহলে দুটি নৌ-অভিযান পাঠিয়ে নিজ অনুগত ব্যক্তিকে সেখানকার সিংহাসনে বসান।

৪ **দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মন (৬৬৮-৬৭০ খ্রিস্টাব্দ):** প্রথম নরসিংহবর্মনের পর দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মন সিংহাসনে বসেন। এই সময় চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম শুরু করেন।

৫ **প্রথম পরমেশ্বরবর্মন (৬৭০-৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ):** ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে পল্লব সিংহাসনে বসেন প্রথম পরমেশ্বরবর্মন। এসময় আবার চালুক্য-পল্লব দ্বন্দ্ব প্রবল আকার ধারণ করে। প্রথম বিক্রমাদিত্য চালুক্য রাজ্য থেকে সকল পল্লবসেনা বিতাড়িত করেন। তুঙ্গাভদ্রা অতিক্রম করে তিনি রাজধানী কাঞ্চিপুরম্ পর্যন্ত অগ্রসর হলে পল্লবরাজ প্রথম পরমেশ্বরবর্মন পালিয়ে যান। প্রথম বিক্রমাদিত্য কাঞ্চিপুরম্ দখল করেন এবং ত্রিচিনোপল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হন। পরমেশ্বরবর্মন অবশ্য শেষপর্যন্ত কাঞ্চিপুরম্ পুনর্দখলে সক্ষম হন।

৬ **দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন (৬৯৫-৭২২ খ্রিস্টাব্দ):** প্রথম পরমেশ্বরবর্মনের পুত্র দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন 'রাজসিংহ' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকাল শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতির জন্য বিখ্যাত। তাঁর আমলে পল্লব-চালুক্য যুদ্ধ ঘটেনি।

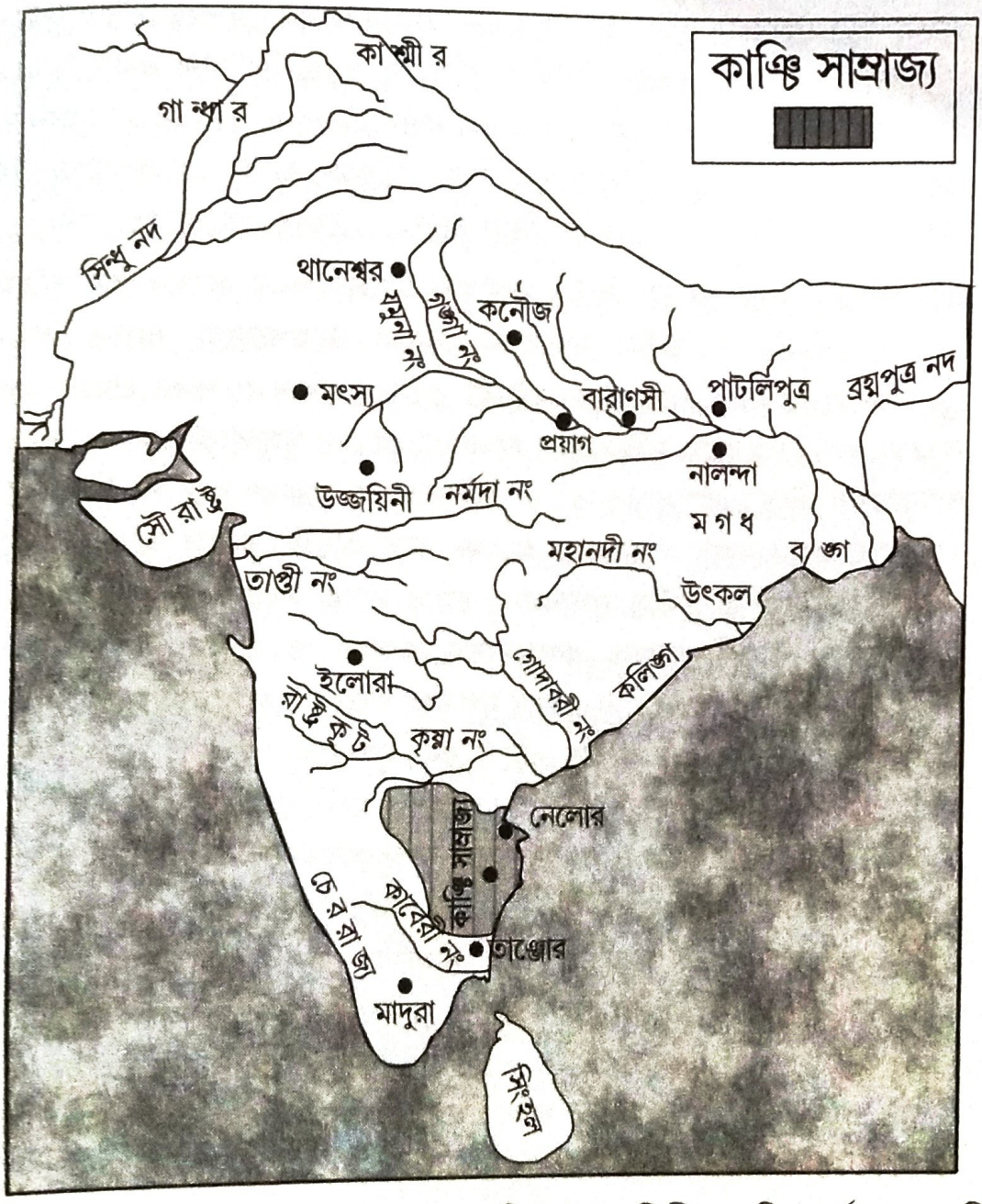

৭ **দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মন (৭২২-৭৩০ খ্রিস্টাব্দ) :** দ্বিতীয় নরসিংহবর্মনের পুত্র দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মনের রাজত্বকালে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পুনরায় পল্লব রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি কাঞ্চি পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং পল্লবদের কর দিতে বাধ্য করেন।

৮ **দ্বিতীয় নন্দীবর্মন (৭৩০-৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ) :** পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রাজা দ্বিতীয় নন্দীবর্মন 'পল্লবমল্ল' নামে পরিচিত ছিলেন। রাজত্বের প্রথমদিকে তাঁকে পাণ্ড্যদের

বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। পল্লবশক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় নন্দীবর্মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা শুরু করেন। তিনি পল্লবরাজ্য আক্রমণ করে নন্দীবর্মনকে পরাজিত করে কাঞ্চি দখল করেন এবং কাঞ্চির সিংহাসনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রমায়াকে প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে নন্দীবর্মন রাজ্য ও রাজধানী হারান। চিত্রমায়া প্রায় কুড়ি বছর পল্লব রাজ্য শাসন করেন। এসময় দ্বিতীয় নন্দীবর্মন রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গের আশ্রয়ে ছিলেন। ইতিমধ্যে ৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে নন্দীবর্মনের এক অনুগত সেনাপতি চিত্রমায়াকে হত্যা করলে নন্দীবর্মন পুনরায় পল্লব সিংহাসন দখল করেন। সিংহাসনে বসে তিনি চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করেন। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন পরাজিত হন। এক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সহযোগিতা পান।

পল্লব বংশের রাজত্বের অবসান: দ্বিতীয় নন্দীবর্মন ছিলেন পল্লব বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা। দন্তিবর্মন ও তৃতীয় নন্দীবর্মন কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাননি। ⓚ দন্তিবর্মনের সময় পল্লব রাজ্যে রাষ্ট্রকূট তৃতীয় গোবিন্দ ও পাণ্ড্য প্রথম বরগুণের আক্রমণ ঘটে। পল্লবরাজ দন্তিবর্মনের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটদের সুসম্পর্ক ছিল না। দন্তিবর্মন রাষ্ট্রকূটদের পৌত্র হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় গোবিন্দ তাঁকে আক্রমণ করে পরাজিত করেন। পাণ্ড্যরাজ প্রথম বরগুণ পল্লবরাজ্য আক্রমণ করে কাবেরী অঞ্চল অধিকার করেন। ⓚ দন্তিবর্মনের পুত্র তৃতীয় নন্দীবর্মন তেল্লারু নামক স্থানে পাণ্ড্যদের পরাজিত করেছিলেন। কাবেরী অঞ্চল, কঙ্গুদেশের একাংশ ও তামিলনাড়ুর মাইলাপুর অঞ্চল তাঁর অধিকারে ছিল। ⓖ এরপর নৃপতুঙ্গা পল্লব সিংহাসনে বসে পল্লব বংশের শত্রু শক্তিদের দমনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। নৃপতুঙ্গের সৎভাই অপরাজিতবর্মন সিংহাসনলাভের জন্য গৃহযুদ্ধে রত হন। সম্ভবত তিনি চোল ও গঙ্গাদের সাহায্য নিয়ে শ্রীপুরমবিয়মের যুদ্ধে ৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে নৃপতুঙ্গবর্মনকে সিংহাসনচ্যুত করেন। ⓘ অপরাজিতবর্মনের আমলে সামন্তশক্তির ক্ষমতা দ্রুত বাড়তে থাকে। সম্ভবত তোণ্ডামণ্ডলমের মধ্যেই তাঁর অধিকার সীমায়িত ছিল। তাঁর সামন্তদের মধ্যে আদিত্যচোল খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। আদিত্যচোল যুদ্ধে অপরাজিতবর্মনকে হত্যা করেছিলেন। অপরাজিতবর্মন ৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন পল্লব বংশের শেষ স্বাধীন রাজা। অপরাজিতবর্মনের মৃত্যুর পরেই সুপ্রাচীন পল্লব বংশের রাজত্বের কার্যত অবসান ঘটে।

৪. চালুক্য ও পল্লব শক্তির মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ দাও।

সূচনা: গুপ্তোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারতের আধিপত্যের প্রশ্নে কাঞ্চির পল্লব ও বাতাপির চালুক্যদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। **ড. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর** মতে, উত্তর ভারতের পাল-প্রতিহার দ্বন্দ্বের মতোই দক্ষিণ ভারতে পল্লব-চালুক্য দ্বন্দ্ব সপ্তম খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণের ইতিহাসের প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়। চালুক্য ও পল্লব উভয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থক হওয়া

সত্ত্বেও দুটি রাজবংশ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর ধরে পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত ছিল।

- **সংঘর্ষের কারণ:** পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের আমলে (৬০০-৬৩০ খ্রিস্টাব্দ) চালুক্য-পল্লব প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়, যা প্রায় এক শতক দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসকে প্রভাবিত করে। (ক) মহেন্দ্রবর্মন বেঙ্গির পূর্ব চালুক্যদের পল্লব আধিপত্যে আনার চেষ্টা করলে, বাতাপির চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তাতে বাধা দেন। (খ) পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মন চালুক্যদের পূর্বতন অধিরাজ, অধুনা শত্রু কদম্ব বংশের সঙ্গে মিত্রতাস্থাপন করায় চালুক্য-পল্লব দ্বন্দ্ব তীব্র হয়। (গ) এই রাজনৈতিক কারণের সঙ্গে ভৌগোলিক কারণ যুক্ত হয়ে এই দ্বন্দ্বকে দীর্ঘস্থায়ী করেছিল। ভৌগোলিক দিক থেকে এই দ্বন্দ্ব ছিল পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের মালভূম রাজ্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী রাজ্যের। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগে বাতাপির চালুক্য রাজ্য অবস্থিত ছিল। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অঞ্চলের নদীগুলি পূর্বদিকে ঢালু জমিতে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। এই নদীগুলির মধ্যে গোদাবরী ও কৃষ্ণা বেঙ্গির বদ্বীপের দুদিক দিয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়। বাতাপির চালুক্য রাজারা এই জলপথ ও নদীগুলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইত। এই উদ্দেশ্যে তারা বেঙ্গিতে পূর্ব চালুক্য বংশের শাসন স্থাপন করেছিল। পল্লবশক্তি তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণের উপকূল অঞ্চল থেকে এসে এই নদী-মোহানা অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করায় পল্লব-চালুক্য বিবাদ তীব্রতর হয়।
- **প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের সঙ্গে দ্বিতীয় পুলকেশীর সংঘাত:** প্রথম মহেন্দ্রবর্মন পল্লব রাজ্যকে উত্তরে কৃষ্ণা নদী থেকে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তার ঘটালে বাতাপির চালুক্যরাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়। দ্বিতীয় পুলকেশী প্রথমে দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিকে পরাজিত করে বেঙ্গি দখলের জন্য যুদ্ধ চালান। চালুক্য সেনাবাহিনী পল্লব রাজধানী কাঞ্চির ১৫ মাইল দূরে উপস্থিত হয়। প্রথম মহেন্দ্রবর্মন দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে পরাস্ত হয়ে রাজ্যের উত্তরাংশ হারান।
- **প্রথম নরসিংহবর্মনের সঙ্গে দ্বিতীয় পুলকেশীর সংঘাত:** প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মন ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে পল্লব সিংহাসনে বসেন। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। এই যুদ্ধে দ্বিতীয় পুলকেশী পরাজিত হন এবং পল্লব সেনাবাহিনী চালুক্য রাজধানী বাতাপি পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এই জয়লাভের পর প্রথম নরসিংহবর্মন 'বাতাপি বিজেতা' বা 'বাতাপিকোণ্ড' উপাধি গ্রহণ করেন। অবশ্য দ্বিতীয় পুলকেশীর 'আইহোল প্রশস্তি'তে বলা হয়েছে, প্রথমে দ্বিতীয় পুলকেশী জয়লাভ করলেও মণিমঙ্গলমের যুদ্ধে চালুক্যবাহিনীর পরাজয় ঘটে। চালুক্য রাজধানী বাতাপি নগরটিকে অগ্নিদগ্ধ করা হয় এবং চালুক্য রাজ্যে বিপর্যয় দেখা দেয়।
- **চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মন ও প্রথম পরমেশ্বর-**

বর্মনের সংঘাত: নরসিংহবর্মনের পর দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মন মাত্র দুবছর (৬৬৮-৬৭০ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্ব করেন। **ড. মহালিঙ্গামের** মতে, এই সময় চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবদের বহু ক্ষয়ক্ষতি করেন। এরপর প্রথম পরমেশ্বরবর্মন পল্লব সিংহাসনে বসেন। পল্লব ইতিহাসের এক সংকটময় মুহূর্তে তিনি রাজা হন। তাঁর আমলে আবার পল্লব-চালুক্য দ্বন্দ্ব প্রবল আকার ধারণ করে। প্রথম পরমেশ্বরবর্মনের রাজত্বের সূচনায় চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লব রাজ্য আক্রমণ করেন। চালুক্যগণের সঙ্গে তখন গঙ্গাগণের ব্যাপক বিবাহ-সম্পর্ক বলবৎ থাকায়, পল্লব-চালুক্য যুদ্ধে গঙ্গাগণ সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্য গঙ্গাগণের সঙ্গে মিত্রতাস্থাপন করে গঙ্গাদের সহযোগিতায় পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পল্লব রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লব রাজধানী কাঞ্চিপুরম্ পর্যন্ত অগ্রসর হলে পল্লবরাজা প্রথম পরমেশ্বরবর্মন পালিয়ে যান। এরপর চালুক্যবাহিনী বাতাপিতে ফিরে যায়। সেই সুযোগে গঙ্গাদের শক্তিক্ষয় করার জন্য পরমেশ্বরবর্মন গঙ্গা রাজ্য আক্রমণ করে বিলন্দরের যুদ্ধে পরাস্ত হন। এই সুযোগে প্রথম বিক্রমাদিত্য পুনরায় পল্লবশক্তিকে আক্রমণ করলে পরমেশ্বরবর্মন তাঁকে পেরুবলনাল্লুরের যুদ্ধে পরাস্ত করেন। হয়তো তিনি বাতাপি রাজ্যের ভেতরে অভিযান করেন। কৈলাসনাথ মন্দির লেখতে অন্তত তাই দাবি করা হয়। প্রথম পরমেশ্বরবর্মন পল্লব রাজ্যের উত্তরাংশ উদ্ধার করেছিলেন।

৪ **পল্লবরাজ দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মনের সঙ্গে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সংঘাত:** প্রথম পরমেশ্বরবর্মনের পুত্র দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন 'রাজসিংহ' উপাধি নিয়ে পল্লব সিংহাসনে বসেন। তাঁর আমলে পল্লব-চালুক্য যুদ্ধ ঘটেনি। দ্বিতীয় নরসিংহবর্মনের পুত্র দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মনের রাজত্বকালে (৭২২-৭৩০ খ্রিস্টাব্দ) চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পুনরায় পল্লব রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি কাঞ্চি পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং পল্লবদের কর দিতে বাধ্য করেন।

৫ **পল্লবরাজ দ্বিতীয় নন্দীবর্মনের সঙ্গে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সংঘাত:** পরবর্তী পল্লবরাজা দ্বিতীয় নন্দীবর্মন দীর্ঘ ৬৫ বছর ধরে (৭৩০-৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ) বহু ঘটনাবহুল রাজত্ব পরিচালনা করেন। তাঁর আমলে পুনরায় পল্লব-চালুক্য দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। কৈলাসনাথ মন্দিরের কন্নাড় লেখ থেকে জানা যায় যে, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য নিজে বাহিনী পরিচালনা করে কাঞ্চি অধিকার করেন। দ্বিতীয় নন্দীবর্মন রাজ্য ও রাজধানী ছেড়ে রাষ্ট্রকূটদের কাছে আশ্রয় নেন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পল্লব সিংহাসনে দ্বিতীয় নন্দীবর্মনের প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রমায়াকে বসিয়ে দেন। চিত্রমায়া প্রায় কুড়ি বছর পল্লব রাজ্য শাসন করেন। এই সময়কালে দ্বিতীয় নন্দীবর্মন রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গের আশ্রয়ে ছিলেন। ইতিমধ্যে নন্দীবর্মনের এক অনুগত সেনাপতি চিত্রমায়াকে

৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে হত্যা করলে দ্বিতীয় নন্দীবর্মন পুনরায় পল্লব সিংহাসন দখল করেন। নন্দীবর্মনের পল্লব সিংহাসন উদ্ধার সুদূর দক্ষিণের শক্তিসাম্যকে চালুক্যদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করে। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য তখন বার্ধক্যদশায় উপনীত। তাঁর পুত্র যুবরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনচালুক্য এই বিরুদ্ধ শক্তিসাম্যকে ভাঙার চেষ্টা করেছিলেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হলে, দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন চালুক্য সিংহাসনে বসেন। পল্লবরাজা দ্বিতীয় নন্দীবর্মন এই সময় চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করেন। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন পরাজিত হন। এক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সহযোগিতা পান।

ফলাফল: এইভাবে পল্লব ও চালুক্যদের মধ্যে ধারাবাহিক সংঘর্ষ চলেছিল দুশো বছর ধরে। কিন্তু কোনো শক্তি এককভাবে জয়লাভ করতে পারেনি। যাই হোক, দীর্ঘকালব্যাপী পল্লব-চালুক্য সংগ্রামের ফলে উভয় রাজ্যই দুর্বল হয়ে পড়েছিল।